যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৫৪

১/ বিবিধ

আরবী

ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفا عن قاتله، وأدى دينا خفيا، وقرأ دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات (قل هو الله أحد) قال: فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: أو إحداهن

ضعيف جدا

أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (ق 105 / 2) والطبراني في " الأوسط " (ق 186 / 2) وأبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (4 / 2) وأبو محمد الخلال في " فضائل الإخلاص " (ق 201 / 2) عن عمر بن نبهان عن أبي شداد عن جابر مرفوعا. وقال الطبراني: " لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو ضعيف جدا، عمر بن نبهان، قال ابن معين. " ليس بشيء "، وقال ابن حبان في " الضعفاء " (2 / 90) : " يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك ". وأبو شداد لم أعرفه. والحديث ساقه الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " (1 / 154 / 1) من طريق أبي يعلى وقال: هذا حديث غريب، أخرجه الطبراني في " كتاب الدعاء "، وأبو شداد لا يعرف اسمه ولا حاله، والراوي عنه ضعفه جماعة ". وقال الهيثمي في " المجمع " (10 / 102) : " رواه أبو يعلى وفيه عمر بن نبهان وهو متروك ". وقال المنذري في " الترغيب " (3 / 208) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ورواه أيضا من حديث أم سلمة بنحوه ". وأشار إلى تضعيفه. وحديث أم سلمة أورده الهيثمي أيضا في " المجمع "، (9 / 302) وقال: " رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم

قلت: ورواه الدينوري عنها بلفظ " من كانت فيه واحدة ... " وسيأتي برقم (1276) وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر دون قول أبي بكر: " أو إحداهن.... " أخرجه ابن السني (رقم 132) من طريق عمرو بن خالد عن الخليل بن مرة عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء عنه. قلت: وهذا أشد ضعفا من سابقه: الأنصاري مجهول، والخليل بن مرة ضعيف جدا، وعمرو بن خالد كذاب لكن أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (17 / 274 / 1) من طريق حماد بن عبد الرحمن: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري به. إلا أن حمادا هذا مما لا يفرح بمتابعته، قال أبو زرعة: " يروي أحاديث مناكير " وقال أبو حاتم: " شيخ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث

বাংলা

৬৫৪ । যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে তিনটি কাজ করবে, সে যে দরজা দিয়ে চায় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং হুরদের মধ্যে যাকে চায় তার সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে, লুক্কায়িত ঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি ফরয সালাতের পর দশবার করে সূরা কুল হওয়াল্লাহ আহাদ পাঠ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বাকর (রাঃ) বললেনঃ যদি সেগুলোর একটি করে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেনঃ যদি একটি করে তবুও।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবু ইয়ালা তার "মুসনাদ" (কাফ ২/১০৫) গ্রন্থে, তাবরানী “আল মুজামুল আওসাত” (কাফ ২/১৮৬) গ্রন্থে, আবু মুহাম্মাদ আল-জাওহারী "আল-ফাওয়ায়েদুল মুন্তাকাত" (২/৪) গ্রন্থে এবং আবু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল “ফাযায়েলুল ইখলাস” (কাফ ২/২০১) গ্রন্থে উমর ইবনু নাবহান হতে তিনি আবু শাদ্দাদ হতে তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেনঃ এ হাদীছটি একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল। উমার ইবনু নাবহান সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি কিছুই না। ইবনু হিব্বান “আয-যোয়াফা” (২/৯০) গ্রন্থে বলেনঃ তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী, তাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। এ ছাড়া আবু শাদ্দাদকে আমি চিনি না।

হাফিয ইবনু হাজার "নাতায়েজুল আফকার" (১/১৫৪/১) গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীছটি গারীব। আর আবু শাদ্দাদ

সম্পর্কে বলেনঃ তার নাম ও অবস্থা কোনটিই জানা যায় না। তার থেকে বর্ণনাকারীকে একদল মুহাদ্দিছ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হায়ছামী "আল-মাজমা" (১০/১০২) গ্রন্থে বলেনঃ হাদীছটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। তাতে উমার ইবনু নাবহান রয়েছেন, তিনি মাতরূক। তিনি ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীম আল-আনসারী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

মুনযের হাদীছটি "আত-তারগীব" (৩/২০৮) গ্রন্থে তাবারানীর "আল-আওসাত" গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটি আরো বেশী দুর্বল। কারণ আনসারী মাজহুল। খালীল ইবনু মুররা একেবারে দুর্বল আর আমর ইবনু খালেদ মিথ্যুক।

ইবনু আসকির অন্য একটি সূত্রে "তারীখু দেমাস্ক" (১৭/২৭৪/১) গ্রন্থে করেছেন। কিন্তু এই হাম্মাদের মুতাবা'য়াত দ্বারা খুশী হওয়ার কিছু নেই। কারণ আবূ যুর'আহ বলেনঃ তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মাজহুল শাইখ, মুনকারুল হাদীছ, হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71533

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন